

(১) ভারতের আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Financial Institutions of India)

(২) ভারতের আর্থিক বাজার (Financial Markets of India)

(৩) ভারতের আর্থিক উপকরণ বা আর্থিক দলিলপত্র বা আর্থিক সম্পদ (Financial Instruments or Financial Assets of India)

(৪) ভারতের আর্থিক পরিষেবা (Financial Services of India)

(৫) ভারতের আর্থিক নিয়ন্ত্রক (Financial Regulator of India)

ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার এই পাঁচটি উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

(১) ভারতের আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Financial Institutions of India) : যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আর্থিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাদের সাধারণভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলে। অর্থাৎ আর্থিক ও মূলধন জাতীয় লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনকে বলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

ভারতের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(A) আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান বা অর্থসংক্রান্ত মধ্যবর্তী সংস্থা (Financial Intermediary Institutions or Financial Intermediary)।

আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) ব্যাঙ্কিং মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান (Banking Intermediary Institution) যেমন (i) রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, (ii) বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, (iii) বিদেশি ব্যাঙ্ক, (iv) আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (v) তালিকাভুক্ত সমবায় ব্যাঙ্ক, (vi) বিনিময় ব্যাঙ্ক, (vii) জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ইত্যাদি।

(খ) অ-ব্যাঙ্কিং মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান (Non-Banking Intermediary Institution) যেমন (i) ভারতীয় জীবনবীমা কর্পোরেশন, (ii) ভারতের সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, (iii) ভারতের ইউনিট ট্রাস্ট, (iv) বিনিয়োগ ট্রাস্ট, (v) মিউচুয়াল ফান্ড ইত্যাদি।

(B) আর্থিক অ-মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান (Financial Non-Intermediary Institution)। যেমন (i) ভারতের শিল্প অর্থ কর্পোরেশন, (ii) ভারতের শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন, (iii) ভারতের শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, (iv) ভারতের আমদানি-রপ্তানি ব্যাঙ্ক, (v) কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্য জাতীয় ব্যাঙ্ক বা নার্বার্ড ইত্যাদি।

(C) অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Other Financial Institution)। যেমন (i) এক্সপোর্ট ক্রেডি অ্যান্ড গ্যারান্টি কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, (ii) ডিপোজিট ইনসিওরেন্স অ্যান্ড ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, (iii) টেকনিক্যাল কনসালট্যান্সি অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া ইত্যাদি।

ভারতের আর্থিক ব্যবস্থায় এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলী বা সেবা সম্পাদন করে থাকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আর্থিক সম্পদের রূপান্তর, আর্থিক সম্পদের বিনিময়, নতুন সম্পদ সৃষ্টি, আর্থিক সম্পত্তি হস্তান্তরে সাহায্য, বিনিয়োগকারীদের উপদেশ প্রদান, পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, আর্থিক স্থায়িত্ব বজায়ে সাহায্য, আর্থিক বাজারের নিয়ন্ত্রণ, ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম সম্পাদন ইত্যাদি।

(২) ভারতের আর্থিক বাজার (Financial Markets of India) : যে বাজার বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সম্পত্তির লেনদেন সম্পাদনে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কার্যকলাপ সম্পাদন করে সেই বাজারকে বলে আর্থিক বাজার।

ভারতের আর্থিক বাজার প্রধানত দুই প্রকারের।

(A) অর্থের বাজার বা টাকার বাজার (Money Market) : ভারতের অর্থের বাজারে স্বল্পমেয়াদী আর্থিক সম্পত্তি বা আর্থিক দলিল লেনদেন হয়। এই বাজারে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলি হল :

(i) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, (ii) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ, (iii) গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (iv) তালিকাভুক্ত সমবায় ব্যাঙ্ক, (v) বিনিময় ব্যাঙ্ক ইত্যাদি।

(B) মূলধনের বাজার (Capital Market) : ভারতের মূলধনের বাজার থেকে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে দীর্ঘমেয়াদী অর্থের যোগান দেওয়া হয়। এই বাজারে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলি হল : (i) মিউচুয়াল ফান্ড, যেমন ভারতের ইউনিট ট্রাস্ট, (ii) বীমা কোম্পানি, যেমন ভারতীয় জীবন বীমা কর্পোরেশন, ভারতের সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, (iii) উন্নয়ন ব্যাঙ্কসমূহ, যেমন ভারতের শিল্প অর্থ কর্পোরেশন, ভারতের শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন, (iv) সরকারি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান, যেমন পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম ইত্যাদি।

কার্য সম্পাদনের প্রকৃতি অনুসারে ভারতের মূলধনের বাজার দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি হল প্রাথমিক বাজার বা মুখ্য বাজার বা নতুন বিলি বাজার এবং অপরটি হল গৌণ বাজার বা শেয়ার বাজার। প্রকৃতপক্ষে ভারতের আর্থিক বাজারে অর্থের প্রবাহ ও মূলধনের প্রবাহ বজায় রাখার জন্য আর্থিক সম্পদ এবং আর্থিক পরিষেবার লেনদেন অব্যাহত থাকে।

(৩) ভারতের আর্থিক উপকরণ বা আর্থিক দলিলপত্র বা আর্থিক সম্পদ (Financial Instrument or Financial Assets of India) : কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে ভবিষ্যৎ পাওনার দাবিকে আর্থিক উপকরণ বা আর্থিক দলিলপত্র বা আর্থিক সম্পদ বলে। ভারতের আর্থিক উপকরণগুলি তিনটি ভাগে বিভক্ত।

(A) স্বল্পমেয়াদী আর্থিক উপকরণ :

যেমন (i) স্বল্পমেয়াদী সরকারি ট্রেজারি বিল, (ii) ব্যাঙ্কের স্বল্প সময়ের (এক বৎসরের মধ্যে) স্থায়ী আমানতের রসিদ।

(B) মধ্যমেয়াদী আর্থিক উপকরণ :

যেমন (i) মেয়াদী বন্ডসমূহ, (ii) সরকারি, আধা-সরকারি এবং বেসরকারি কোম্পানির বিলিকৃত আমানত সার্টিফিকেট, (iii) কোম্পানির দ্বারা বণ্টিত ফেরৎযোগ্য অগ্রগণ্য শেয়ার ও ডিবেঞ্চার।

(C) দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক উপকরণ :

যেমন (i) বিভিন্ন ধরনের শেয়ার, (ii) দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্র, (iii) দীর্ঘমেয়াদী লগ্নিপত্র।

ভারতের আর্থিক বাজারের আর্থিক উপকরণগুলি আর্থিক বাজার ও আর্থিক মধ্যস্থতাকারীদের সাহায্য করে ঋণদাতাদের কাছ থেকে ঋণগ্রহীতাদের কাছে তহবিল বণ্টন করে থাকে।

(৪) ভারতের আর্থিক পরিষেবা বা সেবা (Financial Services of India) : আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিনিয়োগকারী ও কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে বিভিন্ন ধরনের অর্থসংক্রান্ত পরিষেবা বা সেবা প্রদান করে তাকে বলে আর্থিক পরিষেবা বা আর্থিক সেবা। ভারতের আর্থিক পরিষেবা বা আর্থিক সেবা সাধারণত দুই ধরনের।

(A) ফান্ড ভিত্তিক বা তহবিল ভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা বা আর্থিক সেবা।

যেমন (i) ইজারাদারী : এই পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি হল : ইনফ্রাসট্রাকচার লিজিং অ্যান্ড ফিনানসিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড, অগ্রণী জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কসমূহ, গৃহ উন্নয়ন অর্থ নিগম ইত্যাদি।

(ii) ভাড়া ক্রয় ব্যবস্থা : এই পরিষেবা প্রদানকারী উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলি হল : রাজ্য শিল্প নিগমসমূহ, কৃষি-শিল্প নিগম ইত্যাদি।

(iii) ঋণ দালালী পরিষেবা বা সেবা : এই পরিষেবা প্রদানের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলি হল : স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কমার্শিয়াল অ্যান্ড ফ্যাক্টরিং সার্ভিসেস লিমিটেড, কানাড়া ব্যাঙ্কের কানা ফ্যাক্টরিং লিমিটেড ইত্যাদি।

(iv) বিল বা ছুটির বাট্টাকরণ : এই পরিষেবা প্রদানের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলি হল : ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

(v) উদ্যোগ মূলধন তহবিল : এই পরিষেবা প্রদানের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলি হল ভারতের শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, ভারতের শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন, ভারতের ইউনিট ট্রাস্ট ইত্যাদি।

(vi) বীমা পরিষেবা বা বীমা সেবা : এই পরিষেবা প্রদানের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলি হল ভারতীয় জীবন বীমা কর্পোরেশন, ভারতের সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ইত্যাদি।

(B) ফি ভিত্তিক বা দর্শনী ভিত্তিক বা উপদেশ ভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা বা আর্থিক সেবা।

যেমন (i) শেয়ার বিলি ব্যবস্থাপনা, (ii) পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, (iii) সওদাগরী ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, (iv) কোম্পানির প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরামর্শ প্রদান, (v) একত্রীকরণ এবং অধিগ্রহণ, (vi) মূলধন পুনঃগঠন। এই সমস্ত পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলি হল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ক্যাপিটাল লিমিটেড, কানা ব্যাঙ্ক ফিনানসিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা ফিসক্যাল সার্ভিসেস লিমিটেড, জে. এম. ফিনানসিয়াল অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড ইত্যাদি।

ভারতের আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পড়ে তোলে এবং আর্থিক ব্যবস্থার গতিশীলতা আনতে সচেষ্ট থাকে।

(৫) ভারতের আর্থিক নিয়ন্ত্রক (Financial Regulator of India) : যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা আর্থিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে বলে আর্থিক নিয়ন্ত্রক। ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল আর্থিক নিয়ন্ত্রকসমূহ। ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য আর্থিক নিয়ন্ত্রকসমূহ হল :

- (A) ভারতের অর্থমন্ত্রক (Indian Ministry of Finance)
- (B) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Reserve Bank of India)
- (C) সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (Securities and Exchange Board of India : SEBI)
- (D) ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ আইন (Banking Regulation Act)
- (E) কোম্পানি আইন পর্ষদ (Company Law Board : CLB)
- (F) বীমা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Insurance Regulatory and Development Authority : IRDA)
- (G) সিকিউরিটিজ কন্ট্রাক্টস (নিয়ন্ত্রণ) আইন, 1956 (Securities Contracts [Regulation] Act, 1956)

ভারতের আর্থিক ব্যবস্থায় আর্থিক নিয়ন্ত্রকদের প্রধান উদ্দেশ্য হল আর্থিক বাজার ও আর্থিক কার্যাবলীর স্বচ্ছতা বজায় রাখা, আর্থিক বাজারের উপর বিনিয়োগকারীদের আস্থা সৃষ্টি করা, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা, অর্থের বাজার ও মূলধনের বাজারে আর্থিক কেলেঙ্কারী প্রতিরোধ করা ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, 1991 সালের ভারতীয় অর্থনীতির অর্থনৈতিক সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের আর্থিক নিয়ন্ত্রক সমূহের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারতের আর্থিক নিয়ন্ত্রকসমূহ ভারতের আর্থিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১.৫.৩ স্বাধীনতার পর ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামো (Structure of

আমূল পরিবর্তন ঘটানো হয়। এই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য কয়েকবার কোম্পানি আইন সংশোধন করে শেয়ার বণ্টন পদ্ধতিতে এবং মূলধন কাঠামোর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কিছু বাধানিষেধ আরোপ করা হয়।

১৯৫৬ সালে সিকিউরিটিস কনট্রোলস্ (রেগুলেশন) অ্যাক্ট বা সায়িপার টুকি (নিয়ন্ত্রণ) আইন পাস করে শেয়ার বাজারের লেনদেন পদ্ধতি ও কার্যকলাপের সংশোধন করা হয়।

১৯৭০ সালের জুন মাসে একচেটিয়া ও সীমাবদ্ধ ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ (MRTP) আইন পাস করে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণে বাধা, একচেটিয়া কারবারের উপর নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসায় অন্তর্ভুক্ত মূলক কার্যকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।

১৯৭৩ সালে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন (FERA) বৈদেশিক বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ এবং বৈদেশিক কোম্পানি ইকুইটি শেয়ারের বিপর্যয়করণের উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করা হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই সময়ের ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্য হল আর্থিক ব্যবস্থার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।

● ১৫.৩.২. অর্থনৈতিক সংস্কারের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামো—১৯৯০-এর দশকের শুরু থেকে ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামো (Structure of Indian Financial System since the early 1990's) : ভারতীয় পরিকল্পনার চার দশক পর ১৯৯১ সালে ভারত সরকার ভারতীয় অর্থনীতি সংস্কার বা নতুন কাঠামোগত সংস্কারের যে দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাকেই বলা হয় অর্থনৈতিক সংস্কার বা নতুন অর্থনৈতিক নীতি। এই অর্থনৈতিক সংস্কারের উদ্দেশ্য হল দক্ষতা বাড়ানো, অত্যধিক মূলধন পণ্যাত্মক রীতি কমানো এবং কর্মসংস্থানমুখী শিল্পায়নে উৎসাহিত করা। বাস্তবে এই অর্থনৈতিক নীতির মূল উদ্দেশ্য হল ভারতে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতিকে বাজারমুখী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা। প্রকৃতপক্ষে ১৯৮০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে ভারতীয় অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থা থেকে মুক্ত করে উদারীকরণ অর্থনীতিতে রূপান্তর করার চেষ্টা শুরু হয়। ১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক সংস্কার তারই প্রকাশ মাত্র।

১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে ১৯৯১ সালে ভারতে নতুন শিল্পনীতি প্রবর্তন করা হয়। এর ফলে ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার সংগঠন ও কাঠামোয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। ভারতের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকানার প্রকৃতি, প্রাতিষ্ঠানিক রূপ এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর বিশেষ পরিবর্তন ঘটানো হয়। এর ফলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির পুনর্গঠন ঘটে। ১৯৯০-এর দশকের শুরু থেকে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের দিকগুলি হল :

(A) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বেসরকারিকরণ (Privatisation of Financial Institutions) : স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯০-এর দশকের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের আর্থিক ব্যবস্থায় সরকারি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু ১৯৯১ সাল থেকে সরকারি একচেটিয়ার পরিবর্তন ঘটিয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বেসরকারিকরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯৯১ সালের পর থেকে বেসরকারি ক্ষেত্রে বীমা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই পর্যায়ে বেশ কিছু বেসরকারি ব্যাঙ্কও প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সরকারি ব্যাঙ্ক সমূহের বেসরকারিকরণের প্রচেষ্টাও শুরু হয়।

(B) আর্থিক কাঠামোর পুনর্গঠন (Reorganisation of Financial Structure) : ১৯৯০-এর দশকের শুরু থেকে ভারতের আর্থিক কাঠামোর পুনর্গঠন করা হয়, যাতে এটি মূলধন বাজারের সহায়ক হয়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য নীচের প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকার পরিবর্তন ঘটানো হয়।

(i) উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (Development Financial Institutions) : এই পর্যায়ে কোম্পানির অর্থসংস্থানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের পরিবর্তে অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমানে সরকারি গ্যারান্টি ছাড়াই অর্থসংস্থানের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রেও ভাসমান সুদের হার প্রবর্তন করেছে। বর্তমানে উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি মূলধন বাজারের উন্নয়নের জন্য অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। ভারতের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের ঋণ গ্রহণ যোগ্যতা ও ক্ষমতা যাচাই করার জন্য ইনভেস্টমেন্ট ইনফরমেশন অ্যান্ড ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী লিমিটেড (ICRA), ক্রেডিট অ্যানালিসিস অ্যান্ড রিসার্চ লিমিটেড (CARE) ইত্যাদি গঠন করা হয়েছে। এই পর্যায়ে মূলধন বাজারে কতকগুলি সেবা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা

ব্যাঙ্ক হোল্ডিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (SHCIL)। বর্তমানে ভারতের সমস্ত দীর্ঘকালীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত হিসাব রক্ষার মান অনুসারে হিসাব রক্ষা করতে হয়।

(iii) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (Commercial Bank) : সরকারি ক্ষেত্রের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি 1992-93 সাল থেকে সম্পত্তির ত্রৈমাসিক বিবরণ, ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা, মূলধনের পর্যাপ্ততা ইত্যাদি সম্পর্কে বিচক্ষণ নীতি প্রয়োগ করে হিসাব রক্ষা করছে। ঋণ পরিশোধে অক্ষম ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে পাওনা অর্থ আদায়ের জন্য ডেট রিকভারি ট্রাস্টবোর্ডস্‌ গঠন করা হয়েছে এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সমস্ত ঋণগ্রহীতাদের নাম নিরীক্ষিতভাবে প্রকাশ করেছে। এছাড়া বর্তমানে ব্যাঙ্কগুলি অলাভজনক শাখা বন্ধ করে দিতে পারবে, ব্যাঙ্কের অসুস্থতা ঘটিতে পারবে এবং ঋণ দান ও সুদের হার সম্পর্কে নমনীয়তা বজায় রাখতে পারবে। সুতরাং দেখা যাবে বর্তমান বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি চিরায়ত ভূমিকা পালন করা থেকে সরে এসে বাণিজ্যিক দিক দিয়ে স্বল্পব্যয়পূর্ণ ভূমিকা পালনে আগ্রহী হয়েছে।

(iv) মিউচুয়াল ফান্ডস্‌ (Mutual Funds) : বর্তমানে ভারতের মূলধন বাজারে মিউচুয়াল ফান্ডের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মিউচুয়াল ফান্ড প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে প্রাতিষ্ঠানিক লগ্নিপত্রে বিনিয়োগ করে। 1990-এর দশকের শুরু থেকে মিউচুয়াল ফান্ড প্রতিষ্ঠানগুলির উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্পের অর্থসংস্থানে উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা পালন করে।

(v) লগ্নিপত্রের বাজার (Securities Market) : 1990-এর দশক থেকে লগ্নিপত্রের বাজার অর্থ বন্টনের স্বার্থপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে গড়ে ওঠে। এই পর্যায়ে লগ্নিপত্রের বাজারের কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। মহাহতাকারীদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রাথমিক বাজারের সংগঠনে সংস্কার করা হয়। এই পর্যায়ে লগ্নিপত্রের বাজারে আমূল সংস্কারের জন্য OTCEI (Over The Counter Exchange of India), NSE (National Stock Exchange) এবং NSDL (National Securities Depositors Limited) গড়ে তোলা হয়েছে। লগ্নিপত্রের বাজারের নিয়ন্ত্রণে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন হল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

(vi) টাকার বাজার (Money Market) : 1990-এর দশক থেকে টাকার বাজারে বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। যেমন প্রাইমারী ডিলারস্‌। ব্যাঙ্কিং পদ্ধতিতে সংশোধন ও পরিবর্তন আনা হয় এবং সুদের হার অনিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই সময়ে নতুন নতুন আর্থিক দলিল বা আর্থিক সম্পত্তি প্রবর্তন করা হয়। যেমন 14 দিনের, 28 দিনের এবং 364 দিনের ট্রেজারি বিল, ইন্টার ব্যাঙ্ক অংশগ্রহণ ইত্যাদি। এই সময়ে টাকার বাজারে কেনদেন পদ্ধতিকে আরও নমনীয় করা হয়েছে।

(vii) সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (Securities and Exchange Board of India : SEBI) : এই পর্যায়ে SEBI-র প্রধান উদ্দেশ্য হল একটি বলিষ্ঠ লগ্নিপত্রের বাজার সৃষ্টি করা এবং সেই উদ্দেশ্যে লগ্নিপত্রের বাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের উপর নিয়ন্ত্রণ ও আচরণ বিধি বলবৎ করা। SEBI ভারতে একটি শক্তিশালী নগদের বাজার উন্নয়নের চেষ্টা করেছে। SEBI ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের অতিযোগ্য গ্রহণ করে।

উপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, বর্তমানে ভারতীয় আর্থিক কাঠামোয় একটি আমূল পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে।

■ ১৫.৪. ভারতীয় টাকার বাজারের বা আর্থিক বাজারের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি বা সাম্প্রতিক পরিবর্তন (Recent Trends or Recent Changes in the Indian Money Market)

পূর্বে ভারতীয় টাকার বাজার ছিল অনুন্নত, অসংহত ও সংকীর্ণ। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের টাকার বাজারের ত্রুটি দূর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মূল নীতি হল নিয়ন্ত্রণমূলক সম্প্রসারণ। এই নীতির মূল কাজ হল দুটি। একটি হল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা এবং অপরটি হল অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ রোধ করা। এই দুই কাজ দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করার জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে টাকা ও ঋণ পাওয়া সহজ ও মূলত করে তোলে। আবার একই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা রোধ করার জন্য টাকা ও ঋণ পাওয়া দুর্বল করে তোলে। এইজন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আর্থিক নীতি প্রয়োগ করেছে। যেমন 2010-11 সালের আর্থিক নীতি তিনটি বিষয় দ্বারা পরিচালিত।

(ক) যে সময়কালে প্রকৃত আর্থিক নীতির হার স্বাধীন হয়েছিল সেই সময়কালে আর্থিক নীতি স্থিতিশীলতাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা।

(খ) চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি খাতে অর্থনীতির উপর সর্বশ্রেণী প্রভাব ফেলতে না পারে তার ব্যস্থা করা।

(গ) আর্থিক নীতিকে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ব্যবহার করা, যাতে সরকারি ও বেসরকারি খেতাবের অনিশ্চয়তাসহ আর্থিক তরলতা নিয়ন্ত্রিত হয়।

২০১২-১৩ সালের আর্থিক নীতির মূল উদ্দেশ্য হল নিয়ন্ত্রণশীল সংস্কারের নীতি বজায় রাখা। এই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে সংকোচনমূলক ঋণ নীতি প্রয়োগ করে। ২০১৩-১৪ সালের ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির মূল উদ্দেশ্য হল বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা অর্জন। ২০১৬ এবং ২০১৭ সালের আর্থিক নীতির মূল উদ্দেশ্য হল উন্নয়নের লক্ষ্য সামনে রেখে দামস্তরে স্থিতিশীলতা।

ভারতের টাকার বাজারে যে সময়কাল পরিবর্তন সামাজিককালে আনা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

(১) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বেসরকারিকরণ (Privatisation of Financial Institutions)। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭০-এর দশকের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের আর্থিক ব্যবস্থায় সরকারি একচেটিয়া প্রতীক ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সাল থেকে সরকারি একচেটিয়ার পরিবর্তন ঘটিয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বেসরকারিকরণের উপর জোর দেওয়া হয়।

(২) উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনঃগঠন (Reorganisation of Development Financial Institutions) : সামাজিককালে কোম্পানির অর্থসংস্থানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের পরিবর্তে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমানে সরকারি গ্যারান্টি ছাড়াই অর্থসংস্থানের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং ভাগসমান সুদের হার প্রবর্তন করেছে।

(৩) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের পুনঃগঠন (Reorganisation of Commercial Banks) : বর্তমানে সরকারি ক্ষেত্রের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সম্পত্তির শ্রেণীবিন্যাস, ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা, মূলধনের পর্যাপ্ততা ইত্যাদি সম্পর্কে বিচক্ষণ নীতি প্রয়োগ করে হিসাব রক্ষা করেছে। এছাড়া বর্তমানে ব্যাঙ্কগুলি অলাভজনক ব্যাঙ্ক বন্ধ করে দিতে পারবে, ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব গুটিয়ে দিতে পারবে এবং ঋণদান ও সুদের হার সম্পর্কে নমনীয়তা বজায় রাখতে পারবে।

(৪) মিউচুয়াল ফান্ড (Mutual Fund) : বর্তমানে ভারতের টাকার বাজারে মিউচুয়াল ফান্ডের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই মিউচুয়াল ফান্ডগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যপূরণে বিনিয়োগ করে। ১৯৭০-এর দশকের শুরু থেকে মিউচুয়াল ফান্ড প্রতিষ্ঠানগুলির উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে। এই সময় প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্পের অর্থসংস্থানে উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা নিয়ন্ত্রণ করে।

(৫) স্বীকৃতি দান প্রতিষ্ঠান বা স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (Acceptance House of India) : কমিশন বা দপ্তরিত ভিত্তিতে বাণিজ্যিক বিলের উপর স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ভারতে বিশেষজ্ঞ স্বীকৃতি দান প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। সেইজন্য ভারতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিই স্বীকৃতি দান প্রতিষ্ঠানের কাজ করে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের বাণিজ্যিক বিল বাজারে স্বীকৃতি দান প্রতিষ্ঠানের হিসাবে কাজ করার ফলে ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। বর্তমান বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিলগুলি স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়াও অত্যন্ত স্বল্প বাণিজ্যের বিলগুলিকে স্বীকৃতি প্রদানের কাজও ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি করে থাকে।

(৬) ডিসকাউন্ট অ্যান্ড ফিন্যান্স হাউস অফ ইন্ডিয়া (Discount and Finance House of India : DFHI) : ভারতের টাকার বাজারের কাজকর্ম সক্রিয় ও গতিশীল করে তোলার উদ্দেশ্যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্যোগে ডিসকাউন্ট অ্যান্ড ফিন্যান্স হাউস অফ ইন্ডিয়া নামে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে ভারতে এই ডিসকাউন্ট হাউস গঠন করা হয়। ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে এই প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করে। ভারতের টাকার বাজারে ডিসকাউন্ট অ্যান্ড ফিন্যান্স হাউস অফ ইন্ডিয়ার ভূমিকা বা গুরুত্ব অপরিমিত। ১৯৪৪ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্মের ক্ষেত্র ছিল তলহী টাকার বাজার, সরকারি বিল ও বাণিজ্যিক বিল। ১৯৭১ সালে ভারতীয় অর্থনীতির উদারীকরণের পর ১৯৭২ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারি ঋণপত্রের কেনাবেচা শুরু করে। ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠানটিকে মুখ্য ডিলার (Primary Dealer)-এর স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই সময় থেকে প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক বাজার এবং গৌণ বাজারে সরকারি লক্ষ্যপত্রের কেনাবেচা করে।

শর্তে বিক্রি করে যে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ের পরে এবং নির্দিষ্ট দামে সেই ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান আবার লগ্নিপত্র ফেরত নেবে তখন সেই চুক্তিকে বলা হয় পুনঃক্রয় চুক্তি। ভারতের টাকার বাজারে পুনঃক্রয় চুক্তি হল অন্যতম নতুন সংযোজন। এই চুক্তির মাধ্যমে একই সঙ্গে কেনা ও বেচার চুক্তি সম্পাদিত হয়। অপরপক্ষে যখন অন্য ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান লগ্নিপত্র এই শর্তে কিনে থাকে যে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ের পরে এবং নির্দিষ্ট চুক্তি মূল্যে সেই লগ্নিপত্রটি বিনিয়োগকারী ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বিক্রি করবে অর্থাৎ ফেরত দেবে তখন সেই চুক্তিকে বলা হয় বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি।

যখন ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন তহবিলের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি থাকে তখন সে পুনঃক্রয় চুক্তিতে অংশগ্রহণ করে এবং স্বল্পকালীন উদ্বৃত্ত তহবিলের লেনদেন করে। এছাড়া যখন ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন তহবিলের প্রয়োজন হয় তখন সে বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তির লেনদেনে অংশগ্রহণ করে।

পুনঃক্রয় চুক্তি দুই ধরনের হতে পারে। একটি হল আন্তঃব্যাঙ্ক পুনঃক্রয় চুক্তি (Inter-Bank Repos) এবং অপরটি হল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পুনঃক্রয় চুক্তি (Reserve Bank Repos)। আন্তঃব্যাঙ্ক পুনঃক্রয় চুক্তির মাধ্যমে ব্যাঙ্ক ও মুখ্য ব্যবসায়ীরা স্বল্পকালীন তহবিলের প্রয়োজন মেটাতে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পুনঃক্রয় চুক্তির মাধ্যমে বাজারে তহবিলের তারল্যের উপর নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করে থাকে।

■ ১৫.৫. ভারতীয় পুঁজির বাজারে বা ভারতের মূলধনের বাজারে সাম্প্রতিক পরিবর্তন (Recent Developments or Trends in the Indian Capital Market)

স্বাধীনতার পর ভারত সরকার শিল্প উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করায় ভারতের মূলধন বাজারের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। অর্থ লগ্নির ব্যাপারে সরকারের প্রচেষ্টা মূলধন বাজারের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে। শিল্প বাণিজ্যে দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থানের জন্য সরকার বেশ কিছু অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। ১৯৭০ সালে ভারত সরকারের নতুন নির্দেশিকার ফলে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি (MNC) ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করায় এই সমস্ত কোম্পানির শেয়ার ভারতীয় বিনিয়োগকারীরা মুখ্য বাজার থেকে ক্রয় করতে থাকে। ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের প্রভাবে ভারতের মূলধন বাজারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। যে সমস্ত উপাদান ভারতের মূলধন বাজারের পরিবর্তন ঘটাতে সর্বাপেক্ষা বেশি সাহায্য করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

(১) বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন (Making Different Laws) : ভারত সরকার লগ্নিকারী বা বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানি আইন, ১৯৫২ সালের ভবিষ্যনিধি আইন, ১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ সালের লগ্নিপত্র সংক্রান্ত চুক্তি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৬ সালের জীবনবীমা আইন। এই সমস্ত আইন প্রণয়নের ফলে ভারতীয় মূলধন বাজার সম্পর্কে জনসাধারণের আস্থা অর্জিত হওয়ায় ভারতের মূলধন বাজারের উন্নতি ঘটেছে।

(২) বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন (Establish Different Types of Institution) : স্বাধীনতার পর ভারত সরকার ভারতীয় শিল্পের ক্রমবর্ধমান মূলধনের চাহিদা মেটানোর জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলি হল—ভারতের শিল্প অর্থ কর্পোরেশন (IFCI), ভারতের শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন (ICICI), ভারতের শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (IDBI), ভারতের ইউনিট ট্রাস্ট (UTI), ভারতীয় জীবনবীমা কর্পোরেশন (LICI) ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ফলে বিনিয়োগকারীদের আস্থার সঞ্চারণ হওয়ায় মূলধন বাজারে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

(৩) দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা (Arrangement of Long Term Credit) : অর্থের বাজারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে কোম্পানির ঋণপত্র, শেয়ার প্রভৃতি ক্রয় করে এবং তা জামিন রেখে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করছে। ফলে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও মূলধনের বাজারের সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করছে।

(৪) অবলেখনের কাজ (Underwriting Function) : ভারতে প্রতিষ্ঠিত ভারতের শিল্প অর্থ কর্পোরেশন (IFCI), ভারতের শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন (ICICI), ভারতের শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক

(ii) ভারতের মুদ্রাভিত্তিক মুদ্রা (iii) ভারতীয় জীবাণুনাশক (LICI), ভারতের বণিকীকৃত
জাতীয় মুদ্রা শিল্প প্রতিষ্ঠানের চেয়ার ও সঞ্চয় বিক্রি প্রকল্পগুলির কাজ করে, অর্থাৎ কোনো মুদ্রা
প্রতিষ্ঠানের চেয়ার বা সঞ্চয় বিক্রি না হলে তা ভারতের প্রতিষ্ঠান এই প্রকার প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে থাকে।
ভারতীয় মুদ্রাভিত্তিক মুদ্রা উদ্ভাবনগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার মূলধন বাজার সম্প্রসারিত হয়ে।

(c) মুদ্রা বাজার ও মূলধন বাজারের মধ্য সম্পর্ক (Correlation Among The Money Mar-
ket and Capital Market) : মূলধন বাজারের ভারতীয় বাজার ও মূলধন বাজারের সম্পর্ক ঘটানো
হলে ভারতীয় মুদ্রাভিত্তিক মুদ্রা ও সম্প্রসারণের জন্য মূলধন বাজারের বিস্তার পরিবর্তন ঘটানো
হলে মূলধন বাজার ভারতীয় মুদ্রাভিত্তিক বাজার, ভারতীয় স্টেট ব্যাংক অ্যান্ড সেন্ট্রাল ফাইন্যান্সিয়াল
বাজার প্রতিষ্ঠান মূলধন মুদ্রা কেন্দ্রে ভারতীয় বাজার ও মূলধন বাজারের মধ্য সম্পর্কও ঘটবে।

(d) স্পেকুলেটিভ নিয়ন্ত্রণ (Control of Speculative Business) : ভারতীয় মূলধন বাজার
প্রকল্প স্টক এক্সচেঞ্জের নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার 1956 সালের লিমিটেড-সংস্করণ মুক্তি (নিয়ন্ত্রণ) আইন
অনুসারে ভারতীয় মূলধন বাজার প্রকল্পগতভাবে সম্প্রসারিত হয়।

(e) মুদ্রা ও গৌণ বাজারের পরিবর্তন (Change in Primary and Secondary Market) : ভারতীয়
মূলধন বাজারের মুদ্রা ভাষা অর্থাৎ মুদ্রা বাজার ও গৌণ বাজারের উদ্ভেদ্যোগ্য পরিবর্তনগুলি উল্লেখ করা হয় :

(ক) মুদ্রা বাজার (Primary Market) : মুদ্রা বাজারের প্রধান পরিবর্তনগুলি হল :

(i) 1988 সালে স্থাপিত ভারতীয় লিমিটেড ও বিনিময় পর্ষদ (Securities and Exchange Board of
India : SEBI) 1992 সালে কাজ শুরু করে। বর্তমানে এই সংস্থাকে আইনগত ক্ষমতা দেওয়া হয় সুসংগঠন
পদ্ধতিতে মূলধন বাজারের উন্নয়ন ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য।

(ii) মানসম্মত কমিটির সুপারিশ 1996 সালে একটি মধ্যবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ভারতীয় বীমা
নিয়ন্ত্রণ অধিকার গঠন করা হয়। 2000 সালের এপ্রিল মাস থেকে ভারতীয় বীমা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
(Insurance Regulatory and Development Authority of India : IRDA) কাজ শুরু করে। এই
সংস্থার কাজ হল পরিক্রমার ক্ষেত্রে বীমার মূলধন প্রবাহ বৃদ্ধি, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা, বীমা
শিল্প কেন্দ্রকারি কেন্দ্রের প্রবেশের অনুমতি প্রদান ইত্যাদি।

(iii) 1947 সালের মূলধন বিলি নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল করা হয়।

(iv) মার্চেন্ট ব্যাঙ্ক, অন্যান্য মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানকে বাজারে প্রবেশের অনুমতির মাধ্যমে মুদ্রা বাজারের
পরিক্রমার পরিবর্তন আনা হয়।

(v) নিউজিয়ান কাভ গঠনের ফলে মুদ্রা বাজার আরও বেশি প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে এবং ব্যাঙ্ক,
আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পরিক্রমার কোম্পানিগুলি মুদ্রা বাজারে প্রবেশের অধিকার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বাজার
প্রশস্ত হয়ে ওঠে।

(vi) ভারতীয় কোম্পানিগুলি আন্তর্জাতিক মূলধন বাজার থেকে তহবিল সংগ্রহের অনুমতি পাওয়ার মুদ্রা
বাজার এক নতুন মাত্রা পায়।

(vii) ধীরে ধীরে মূলধন বাজারে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিল হওয়ার মুদ্রা বাজারে শেয়ারের দাম বাজার শক্তির
দ্বারা পরিস্রবিত হতে থাকে।

(খ) গৌণ বাজার (Secondary Market) : গৌণ বাজারের উদ্ভেদ্যোগ্য পরিবর্তনগুলি হল :

(i) লিমিটেডের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলিত 'সোরগোল বাধানো' (Outcry System) পদ্ধতির পরিবর্তন
ঘটিতে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা অর্থাৎ Screen Based Trading System চালু করা হয়।

(ii) 1994 সালে জাতীয় শেয়ার বাজার (National Stock Exchange : NSE) স্থাপনের মাধ্যমে শেয়ার
বাজারের কাজের উন্নতি ঘটানো হয়।

(iii) বাজারের পরিধি বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার লিমিটেডের তরল্য (Liquidity) বৃদ্ধি পেয়েছে।

(iv) আধুনিক প্রযুক্তি, ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে শেয়ার বাজারে লিমিটেড ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ চালু হয়েছে
এবং এর ফলে লেনদেনের স্বচ্ছতা বেড়েছে।

এছাড়াও ভারতের মূলধন বাজারের সাম্প্রতিক উদ্ভেদ্যোগ্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রগুলি হল :

(i) বেসরকারি ব্যাঙ্ক ব্যবহার সম্প্রসারণ।

- (ii) অনাবাসী ভারতীয়দের (NRI) বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ।
 - (iii) অর্থনীতির মৌলিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ।
 - (iv) বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন (FERA)-এর পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রা পরিচালনা আইন (FEMA) প্রবর্তন।
 - (v) ভারতের মূলধন বাজারে Sensitivity Index-এর প্রবর্তন।
 - (vi) ভারতের মূলধন বাজারে Circuit Breaker-এর প্রবর্তন।
 - (vii) ভারতের মূলধন বাজারে Demating of Shares।
 - (viii) ওভার দি কাউন্টার এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া (OTCEI) প্রতিষ্ঠা।
 - (ix) ভারতের মূলধন বাজারে Forward Trading প্রবর্তন।
 - (x) ভারতের মূলধন বাজারে Badla Transaction প্রবর্তন।
 - (xi) মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের বাধা নিষেধ।
 - (xii) কোম্পানির সিকিউরিটির লেনদেন থেকে সরকারি সিকিউরিটির লেনদেন পৃথকীকরণ।
 - (xiii) ভারতের মূলধন বাজারে Future Trading প্রবর্তন।
 - (xiv) ভারতের মূলধন বাজারে Insider Trading-কারীদের উপর জরিমানা আরোপ।
 - (xv) Badla অবলুপ্তির পর 2 দিনের মধ্যে ভারতের মূলধন বাজারে বন্দোবস্ত।
- সুতরাং দেখা যাচ্ছে পূর্বের তুলনায় ভারতের মূলধন বাজার বর্তমানে অনেক বেশি বিস্তৃত ও আধুনিক কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের মূলধন বাজার কিন্তু পর্যাপ্ত নয়।

■ ১৫.৬. ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা (Banking System)